ব্রি ধান৮৭

ধান-ই জীবন

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৭ আমন মৌসুমের একটি জাত। এর কৌলিক সারি BR(Bio)9786-BC2-132-1-3। প্রথমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত BRRI dhan29 এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC no. 103404) এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে দুই বার Backcross করা হয় এবং এরপর Pedigree Method এ হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষার করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কৌলিক সারিটি আমন ২০১৬ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন এবং বিআর১১ থেকে ১৮ দিন আগাম। ফলন বেশী হওয়ায় আমন মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে জাতটি ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৮৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২২ সেঃ মিঃ। এ জাতের গাছের কান্ড শক্ত তাই গাছ লম্বা হলেও ঢলে পড়েনা।
- পাতা হালকা সবুজ। ডিগ পাতা খাড়া এবং ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে লম্বা ও প্রশস্ত।
- পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে বিধায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অব্যহত থাকে ফলে শিষের গোড়ার ধানও পুষ্ট হয়।
- চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন। ভাত ঝরঝরে।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.১ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৭%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৮৭ এর জীবনকাল ব্রি ধান৪৯ এর চেয়ে ৭ দিন আগাম। জীবনকাল স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় শস্য নিবিড়তা বাড়াতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে। এ জাতের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা খাড়া, লম্বা ও চওড়া। ধানের ছড়া লম্বা ও ধান পাকার সময় ছড়া ডিগ পাতার উপরে থাকে। চাল লম্বা ও চিকন হওয়ায় কৃষক ও ভোক্তার চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে, কৃষক ধানের দাম বেশী পাবে। চাল রপ্তানীযোগ্য।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১২৭ দিন।

ফলন

এ জাতের ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.৫ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি প্রতি হেক্টরে ৭.০ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি রোপা আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ১ আষাঢ় থেকে ২৩ আষাঢ় অর্থাৎ (১৫ জুন থেকে ৭ জুলাই)।

২. **চারার বয়স ও রোপণ দুরত্বঃ** ২৫-৩০ দিনের চারা ২৫ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৩. **চারার রোপনঃ** ২৩ আষাঢ় থেকে ৩১ শ্রাবণ অর্থাৎ (৭ জুলাই থেকে ১৫ই আগষ্ট) পর্যন্ত।

৪. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)
২৪	১১	১৩	৯	১.৬

৫.২ শেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি, ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করা। তবে গাছ যথেষ্ট সবুজ থাকলে ইউরিয়া তৃতীয় কিস্তির অর্ধেক মাত্রায় (৪ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করা।

৬. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** ব্রি ধান৮৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **ফসল কাটাঃ** ১০ কার্তিক-১ অগ্রাহায়ন (২৫ অক্টেবর-১৫ নভেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যেও জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd